যুগান্তর

তারিখ 1 AUG 2013
পৃষ্ঠা

শেকৃবিতে নিয়ম ভঙ্গ করে শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগের অভিযোগ

শেকৃবি প্রতিনিধি

রাজধানীর পেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (শেকৃবি) নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলছে বিভিন্ন পর্যায়ের জনবল নিয়োগ। নিজস্ব লোক নিয়োগ করে প্রশাসনে দল ভারি করতে গিয়ে মানা হচ্ছে না বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) নিয়োগ নীতিমালা। অভিযোগ উঠেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও ছাত্রলীগের যোগসাজশে নিয়োগ নিয়ে চলছে এ স্বেচ্ছাচারিতা। ফলে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মচারীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। তবু বিএনপি সমর্থিত সাদা দল নয় খোদ আওয়ামী লীগ সমর্থিত নীল দলের শিক্ষকদের মাঝেও এ নিয়ে অসন্তুষ্টি দেখা যায়, কেউ কেউ প্রকাশ্যে এ ধরনের স্বেচ্ছাচারিতার বিরোধিতা করছেন।

সাম্প্রতিক সময়ে ইউজিসির নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫২ শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। এ নিয়োগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি নিয়ম ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে। গত দুই অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট পরিস্থিতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বরাদ্দকৃত বাজেটে অতিরিক্ত কোনো অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়নি এবং এ নিয়ে ইউজিসি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে একটি লিখিত চিঠিও দিয়েছে কিন্তু প্রশাসন তা তোয়াক্কা না করেই পদ-নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এ নিয়ে শিক্ষকদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। একাধিক সিনিয়র শিক্ষক মনে করছেন বরাদ্দ না পেয়ে এভাবে লোকবল নিয়োগ করতে থাকলে অচিরেই বিশ্ববিদ্যালয় কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে। এ বিষয়ে ট্রেজারার হযরত আলী জানান— আমরা ইউজিসির অনুমতি সাপেক্ষেই নিয়োগ প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু খবর নিয়ে জানা যায়, ইউজিসি নিয়োগের ছয় মাস আগে অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু পরে বাজেটে বরাদ্দ না পাওয়ায় নিয়োগ স্থগিত করার জন্য চিঠি পাঠায়।

অপরদিকে শিক্ষক নিয়োগে মেধাবীদের অগ্রাধিকার না দিয়ে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ দেয়ার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার নিয়োগ করার জন্য নীতিমালা শিথিল করা হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে যে, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) নিয়োগ নীতিমালা অনুযায়ী মেধাক্রমানুসারে ১ থেকে ৭ শতাংশের মধ্যে শিক্ষক নিয়োগের নিয়মটি পালন করা হয়নি। নিয়োগকৃত ১৫২ জনের মধ্যে ৩৮ জন ছিলেন প্রভাষক পদে। তাদের মধ্যে মেধাক্রমানুসারে নিয়োগের কথা থাকলেও তা না মেনে যথাক্রমে ৫৯তম, ৫২তম, ৪১তম, ৩১তম, ২৪তম রেজাল্টধারীদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে অ্যাগ্রিকালচারাল বোটানিতে মাস্টার্স করে অলৌকিকভাবে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পায় কৃষি রসায়ন বিভাগে। নিয়োগপ্রাপ্ত দু'জনই ছাত্রলীগের পদপ্রাপ্ত নেতা। নিয়োগে অনিয়মের বিষয়ে জানতে চাইলে রেজিস্ট্রার ড. মিজানুর রহমান বলেন, ইউজিসি কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা পাওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ নিয়ে ইউজিসির সঙ্গে আলোচনা করে সমঝোতায় আসে এবং আবার জনবল নিয়োগের বিজ্ঞাপন প্রদান করে।